দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 12 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

018

বিদ্যালয়ের সমস্যা

পত্রিকান্তরের রিপোর্টে বরিশাল জেলার বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই জেলায় ৯৪২টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল এবং ১৯৩টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে। ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যাও খুব কম নয়। বাহ্যত সবই বেশ ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আসল ব্যাপারেই গলদ। স্কুলগুলির মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগেই কোন ক্লাস হয় না। অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে ছাত্ররা খেলাধুলা করছে, শিক্ষকরা গল্প-গুজব। স্কুলে উপস্থিতিও নিয়মিত নয়।

এ খবর জেনে যে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি তা নয় অবশ্য। দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট, নকলের ক্রমবর্ধমান দাপট—ইত্যাদি দেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-দান পদ্ধতির মান সম্পর্কেও কিছু ধারণা জন্মায় বৈকি। পরীক্ষায় যত ছাত্র পরীক্ষা দেয় তার অর্ধেকের বেশী ফেল করেছে—এমন ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু আমরা একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই যে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই অমেধাবী। যদি সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু থাকত তাহলে পরীক্ষার রেজাল্ট অন্যরকম হত। ফেলের স্ফীত হার নিয়ে আমাদের প্রতিবছর এমন বিব্রত হতে হত না। আমাদের ধারণা নকল সমস্যার প্রকৃত সমাধানও এই একটিমাত্র পথেই আসতে পারে। বিদ্যালয় এবং যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পদ্ধতি সুষ্ঠু হতে হবে। যারা শিক্ষাদান করবেন, এবং যারা তা গ্রহণ করবেন—উভয় পক্ষেই নিষ্ঠা এবং সততা থাকতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের চূড়ান্ত বিশৃংখলা বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে হয় এখানে কেউই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলেই শিক্ষা ব্যবস্থা এই সমস্যার জাল থেকে মুক্ত হতে পারে।